গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ (খসড়া)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬

জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ ..... ২
১.১ প্রেক্ষাপট ৩
১.২ শিরোনাম ৩
১.৩ সংজ্ঞার্থ ৩
২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪
৩. জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর আইনানুগ ব্যাপ্তি ও পরিধি ৪
৪. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ ৫
৫. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা ৬
৬. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও মৎস্যচাষ ৬
৭. চিংড়িচাষ ও ব্যবস্থাপনা ৭
৮. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ৮
৯. ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ৯
১০. নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ৯
১১. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ১০
১২. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি ১০
১৩. মৎস্য ও মৎস্য উপকরণ আমদানি ও রপ্তানি ১০
১৪. ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন (মূল্য ও সরবরাহ শৃঙ্খল) উন্নয়ন ১১
১৫. মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ১১
১৬. মৎস্যসম্পদ জরিপ ১২
১৭. মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ ১৩
১৭.১. মৎস্য গবেষণা ১৩
১৭.২. মৎস্য সম্প্রসারণ ১৩
১৮. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ১৪
১৯. মৎস্য খাতে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি ১৪
২০. প্রান্তিক মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ১৫
২১. মৎস্য খাতে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ১৫
২২. মৎস্য খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ১৫
২৩. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল ১৬
পরিশিষ্ট-১ ..... ১৬
১. আইনি ভিত্তি ১৬
২. শব্দ সংক্ষেপ ১৭

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ, যেখানে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎস। দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মোট আয়তন প্রায় ৪.৭০ মিলিয়ন হেক্টর : যার মধ্যে ০.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর বদ্ধ জলাশয় এবং ৩.৮৬ মিলিয়ন হেক্টর মুক্ত জলাশয়। বাংলাদেশের মিঠা পানিতে দেশীয় ২৬০ প্রজাতির পাখনাযুক্ত মাছ (fin fish), ১২ প্রজাতির পাখনাযুক্ত বিদেশি মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে। অন্যদিকে সামুদ্রিক জলাশয়ে ৪৭৫ প্রজাতির পাখনাযুক্ত মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি এবং বাস্তুতান্ত্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হাঙর, শাপলাপাতা মাছ, কচ্ছপ, ঝিনুক, কাঁকড়া, সামুদ্রিক শৈবাল, একাইনোডার্ম ইত্যাদি পাওয়া যায়। দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিকভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সুনীল অর্থনীতি বিকাশে টেকসই মৎস্য উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, মূল্য সংযোজিত (ভ্যালু অ্যাডেড) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, মুক্ত জলাশয়ের টেকসই ও বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, জলজ আবাসস্থলের সংকোচন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য উৎপাদন বর্তমানে ঝুঁকির সম্মুখীন। মৎস্য আহরণ ও উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ সরবরাহ ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা এবং মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা ও সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮-এর প্রতিস্থাপক হিসেবে কার্যকর হবে।

ক. এ নীতিমালাটি সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করে।

খ. প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে টেকসই মৎস্যচাষ ও মুক্ত জলাশয়ের দায়িত্বশীল ও বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থানীয় চাহিদা পূরণ এবং মৎস্য রপ্তানি সম্প্রসারণ এ নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য; একই সঙ্গে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ, জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীল চাষ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

গ. পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে জাতীয় উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে এই নীতিমালাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয়ের মাধ্যমে জলজ বাস্তুতন্ত্র ও মৎস্যসম্পদ নির্ভর জনগোষ্ঠীর চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে।

ঘ. এ নীতিমালাটি মৎস্য খাতে জড়িত মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য অংশীজনের বিশেষভাবে নারীদের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে।

ঙ. মৎস্য আহরণে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় আনা, জলমহালের জৈবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জেলেদের অধিকার সুরক্ষা, কৃষি খাতের ন্যায় মৎস্য খাতকে প্রণোদনার আওতায় আনা এবং মৎস্য খাতের ক্ষতি রোধে মৎস্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১.২ শিরোনাম

এই নীতিমালাটি 'জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬' নামে অভিহিত হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১.৩ সংজ্ঞার্থ

বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় নিম্নরূপ বুঝাবে :

ক. 'অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়' অর্থ ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়;

খ. 'অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়' অর্থ ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়;

গ. 'মৎস্য অভয়াশ্রম' বলতে এমন কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা সম্পূর্ণ জলাশয়কে বোঝাবে, যা সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী নিরাপদ ও উপযোগী পরিবেশে অবাধে চলাচল, বংশবিস্তার ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে সে বিষয়ে সুরক্ষা প্রদান করা হবে;

ঘ. 'অবৈধ জাল' অর্থ যে সকল মৎস্য ধরবার জাল আইন ও বিধি দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সময় সময় সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে;

ঙ) 'MPA (Marine Protected Area)' অর্থ আইনগত বা কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঘোষিত এমন একটি নির্দিষ্ট সামুদ্রিক অঞ্চলকে বোঝায়, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, আবাসস্থল ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত;

চ) 'Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)' অর্থ সংরক্ষিত এলাকা ব্যতীত এমন একটি নির্দিষ্ট জলজ পরিবেশকে বোঝায়, যার দীর্ঘমেয়াদি টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইতিবাচক ও লাগসই ফলাফল অর্জিত হয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশ ব্যবস্থার বাস্তুতান্ত্রিক ভ্যালু, সাংস্কৃতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মৎস্য খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থান রক্ষা করে মৎস্য খাতে জড়িত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জীবনমান ও জীবিকায়ন উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

(ক) মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা;

(খ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্য খাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(গ) প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;

(ঙ) সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

(চ) মৎস্য উৎপাদনে গুণগতমান ও নিরাপদতা নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্য রক্ষা;

(ছ) মৎস্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও প্রয়োজনীয় অভিযোজন কৌশল গ্রহণ;

(জ) মৎস্য খাতে নিয়োজিত নারী মৎস্যজীবীসহ মৎস্যজীবীদের স্বীকৃতি এবং সুশাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ।

৩. জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর আইনানুগ ব্যাপ্তি ও পরিধি

৩.১. জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর আইনানুগ ব্যাপ্তি

৩.১.১. মৎস্য উৎপাদন, মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও সংরক্ষণ, বিপণন এবং আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি সকলেই জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর আওতাভুক্ত হবে;

৩.১.২. মৎস্য উৎপাদন ও আহরণযোগ্য সকল প্রকার জলাশয়, অবকাঠামো ও এর মধ্যস্থ মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা এই নীতিমালার আওতাভুক্ত হবে।

৩.২. **জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬-এর পরিধি :** সামগ্রিকভাবে মৎস্য খাতের উন্নয়নের জন্য এই নীতিমালার পরিধিসমূহ -

৩.২.১. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ;

৩.২.২. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.২.৩. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্যচাষ;

৩.২.৪. চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.২.৫. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ;

৩.২.৬. ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

৩.২.৭. নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা;

৩.২.৮. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি;

৩.২.৯. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি;

৩.২.১০. মৎস্য ও মৎস্য উপকরণ আমদানি ও রপ্তানি;

৩.২.১১. ভ্যালুচেইন ও সাপ্লাই চেইন (মূল্য ও সরবরাহ শৃঙ্খল) উন্নয়ন;

৩.২.১২. মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন;

৩.২.১৩. মৎস্যসম্পদ জরিপ;

৩.২.১৪. মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ;
৩.২.১৫. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য;
৩.২.১৬. মৎস্য খাতে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি;
৩.২.১৭. প্রান্তিক মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
৩.২.১৮. মৎস্য খাতে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
৩.২.১৯. মৎস্য খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;
৩.২.২০. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল।

৪. **অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ**

৪.১. জাতীয় ঐতিহ্য (ন্যাশনাল হেরিটেজ) হিসেবে ঘোষিত হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক রেণু উৎপাদনক্ষেত্র সংরক্ষণসহ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও অন্যান্য নদী/জলাশয়ে প্রাকৃতিক প্রজনন ও লালনক্ষেত্র সুনির্দিষ্টকরণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৪.২. বিলুপ্তপ্রায় মাছের জিন সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান জিন ব্যাংক আধুনিকীকরণ ও নতুন জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করাসহ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান;

৪.৩. মাছের প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রজননক্ষম মাছ ও মাছের রেণু, পোনা এবং নির্দিষ্ট আকার ও প্রজাতির ছোটো মাছ আহরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৪. মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণের জন্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে 'মৎস্য আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' কর্মসূচি গ্রহণ;

৪.৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রশমনে জলবায়ু সহনশীল মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন;

৪.৬. প্রাকৃতিক জলাশয় দূষণ ও দখলমুক্ত রাখতে আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার সমন্বয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.৭. মৎস্যসম্পদের জন্য ক্ষতিকারক এবং নিষিদ্ধ জালসহ মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জামের উৎপাদন ও ব্যবহার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৮. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্ত বাস্তুতান্ত্রিক ও সহ-ব্যবস্থাপনার (co-management) জন্য Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) বাস্তবায়নে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.৯. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশবিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০. মুক্ত জলাশয়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে খাঁচা, পেন ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ উৎসাহিতকরণ;

৪.১১. প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষকে উৎসাহ প্রদান;

৪.১২. সকল ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বিচরণ, প্রজননের জন্য চলাচল এবং আবাসস্থলের ক্ষতি ন্যূনতম ও সহনশীল পর্যায়ে সীমিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের বিকল্প কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১৩. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপযোগী জলাশয়/জলমহালের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষে প্রাকৃতিক প্রজনন, নার্সিং এবং প্রজননক্ষম মাছ সংরক্ষণে 'মৎস্য অভয়াশ্রম' স্থাপন, ডাটাবেজ তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.১৪. ড্রোন, জিপিএস, উপগ্রহ ও সেন্সরবেজড্ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ এবং ডিজিটাল ডাটাবেজ ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ;

৪.১৫. মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় (Maximum Sustainable Yield) সীমিতকরণ এবং মাছের প্রজাতি পুনরুদ্ধারে নির্দিষ্ট জলাশয়ে মৎস্য আহরণ সাময়িকভাবে বন্ধ বা সীমিতকরণ;

৪.১৬. মৎস্য আহরণের জন্য ন্যূনতম আকার ও প্রজনন ক্ষমতার মানদণ্ড নির্ধারণ এবং কোটাভিত্তিক আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তনসহ নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

৪.১৭. মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মৎস্যজীবীদের জীবিকায়নে সহায়তা প্রদানসহ বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে অন্যান্য পেশায় প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.১৮. পরিবেশবান্ধব নৌযান, জাল, সরঞ্জাম, কার্বন নিরপেক্ষ প্রযুক্তি ও জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;

৪.১৯. অপ্রচলিত মৎস্য পণ্য যেমন : শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, কুচিয়া প্রভৃতি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ;

৪.২০. ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের (Small-scale fishers) মৎস্য আহরণে প্রবেশাধিকার, ন্যায্যতা, ও সামাজিক সুরক্ষায় FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.২১. মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য নৌযানের তালিকাভুক্তিকরণ এবং মৎস্য নৌযানের অনুমতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।

৫. অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা

৫.১. দেশের সকল পুকুর, দিঘি, খাল-বিল, লেক, বাঁওড়সহ অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য প্রজাতির চাষ উন্নয়ন ও নিবিড়ায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.২. উদ্ভাবিত মাছ চাষের কারিগরি কৌশল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.৩. গুণগতমানের মৎস্য খাদ্যসহ অন্যান্য চাষ উপকরণ সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বেসরকারি উদ্যোগ ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;

৫.৪. মাছ চাষে প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণে পুকুর, দিঘি, খাল-বিলসহ অন্যান্য জলাশয় উন্নয়ন ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.৫. দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মৃত্তিকা মানচিত্র অনুযায়ী ঐ অঞ্চলের জন্য উপযোগী মৎস্যচাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহারবিধি নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং সম্প্রসারণ ও প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.৬. বাঁওড়সহ অন্যান্য জলাশয়ে পরিবেশবান্ধব পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.৭. বাঁওড়ের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার-জনগণ অংশীদারিত্বভিত্তিক সহব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা;

৫.৮. সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও হ্যাচারিসমূহকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ;

৫.৯. গুণগতমানের রেণু ও পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে হ্যাচারি স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিত হ্যাচারির উৎপাদন কৌশল পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;

৫.১০. উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও টেকসই নিবিড়ায়নের লক্ষ্যে মৎস্য খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.১১. বাণিজ্যিক ও নান্দনিক গুরুত্বসম্পন্ন বাহারি মাছের পোনা উৎপাদনসহ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.১২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশীয় প্রজাতির মাছের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিদেশি প্রজাতির মাছ (exotic fish species) চাষ নিরুৎসাহিতকরণ;

৫.১৩. ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে পুকুর, খাল-বিল, দিঘিসহ অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ের উপযোগিতা অনুযায়ী aquaculture zoning প্রণয়ন;

৫.১৪. অপেক্ষাকৃত নিচু জমি, পতিত ও অব্যবহৃত জায়গা যেখানে কোনো ফসল হয় না, সেখানে পুকুর খননের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১৫. মৎস্য খাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা বা প্রণোদনা প্রদান।

৬. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও মৎস্যচাষ

৬.১. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কোস্টাল জোনিং এবং সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (Integrated Coastal Zone Management) পরিকল্পনা প্রণয়নের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ। এজন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার স্থাপন ও হালনাগাদকরণকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৬.২. উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের (Harvest Control Rule) ভিত্তি হবে মজুত নিরূপণের আলোকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ। মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাছের মজুত অবস্থা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রমাণকের পাশাপাশি বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনা করা;

৬.৩. উপকূলীয় অগভীর এলাকা এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের সকল জলাশয়/জলাভূমি মৎস্যসম্পদের প্রজনন ও নার্সারি গ্রাউন্ড হিসেবে সংরক্ষণ এবং মৎস্য আহরণ যৌক্তিকভাবে সীমিতকরণ;

৬.৪. উপকূলীয় অগভীর এলাকায় ইলিশ, পোয়া, লইট্টা, ছুরি, চিংড়ি, মোলাস্ক, ইলাসমোব্রাঞ্চ, একাইনোডার্মসহ সকল প্রজাতির মাছের পোনা, রেণু, পোস্ট লার্ভি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনচক্রের যে কোনো ধাপের ধ্বংসাত্মক আহরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৫. সকল অংশীজনের সমন্বয়ে উপকূলীয় অগভীর এলাকায় উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক অভয়াশ্রম স্থাপন, Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)-এর ঘোষণা প্রদান এবং স্থাপিত অভয়াশ্রম, ঘোষিত OECM ও সংরক্ষিত এলাকার টেকসই ব্যবস্থাপনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৬. ইলিশসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অভিপ্রয়াণ/স্থান পরিবর্তন (migration) অবাধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.৭. উপকূলীয় চিংড়ি ও কাঁকড়া খামার/ঘেরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.৮. দেশের সকল মৎস্য হ্যাচারি, খামার, আড়ত, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নিবন্ধন ও ই-ট্রেসিবিলিটির আওতাভুক্তকরণ;

৬.৯. নিরাপদ, রোগমুক্ত ও অধিক উৎপাদনক্ষম ব্রুড উন্নয়নের জন্য ব্রুড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এবং নিউক্লিয়ার ব্রিডিং সেন্টার গড়ে তোলা;

৬.১০. চিংড়ি ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় উপকূলীয় মৎস্য প্রজাতির চাষে শ্রম নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণে উৎসাহ প্রদান। পাশাপাশি লাভজনক ইনডোর মৎস্যচাষ পদ্ধতির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.১১. কোরাল বা ভেটকি মাছসহ সম্ভাবনাময় উপকূলীয় বিভিন্ন মাছের খাদ্যের আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্য দেশীয় উদ্যোক্তাদের এই খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;

৬.১২. প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং পোনা/পিএল (post larvae)/ক্রাবলেট/স্প্যাট নির্ভরশীল উপকূলীয় মৎস্যচাষ টেকসইকরণে হ্যাচারি স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.১৩. উপকূলীয় মৎস্যচাষের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য সম্ভাবনাময় সকল প্রজাতির মাছের ডমেস্টিকেশন ও মাল্টিপারপাস ব্রিডিং সেন্টার উন্নয়ন;

৬.১৪. জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগমুক্ত চাষ ব্যবস্থার উন্নয়নে উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি (Good Aquaculture Practice), সর্বোত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি (Best Aquaculture Practice), জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

৬.১৫. উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৬.১৬. উপকূলীয় জলাশয়ে বিভিন্ন আকার ও প্রকৃতির মৎস্য আহরণ এবং বাইক্যাচ হ্রাসের জন্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামের ডিজাইন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

৬.১৭. পরিবেশ ও ম্যানগ্রোভবান্ধব দেশীয় জাতের চিংড়ি, কাঁকড়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়া ও মলাস্ক চাষের উদ্যোগ গ্রহণ।

৭. চিংড়িচাষ ও ব্যবস্থাপনা

৭.১. রোগমুক্ত, রোগ প্রতিরোধী এবং গুণগতমানসম্পন্ন পিএল (Post-larvae) উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.২. চিংড়ি খামার/ঘেরের জৈবনিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৩. ক্লাস্টারভিত্তিক চিংড়ি চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৭.৪. আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন ও গ্রুপ সার্টিফিকেশন প্রবর্তন;

৭.৫. চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষায়িত চিংড়ি উৎপাদন জোন বা শ্রিম্প সিটি স্থাপন;

৭.৬. ব্রুড চিংড়ির উৎস, সকল হ্যাচারি, নার্সারি, খামার, আড়ত, ডিপো, সার্ভিস সেন্টার, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নিবন্ধন ও ই-ট্রেসিবিলিটির আওতাভুক্তকরণ;

৭.৭. চিংড়ি চাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণে উৎসাহ প্রদান;

৭.৮. চিংড়ি খাদ্যের আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্য দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ।

৭.৯. টিউবিফেক্স, আর্টিমিয়া, পলিকীটসহ সকল জীবন্ত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.১০. প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং পিএল নির্ভরশীল চিংড়ি চাষ রহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ

৮.১. এ খাতের সর্বোচ্চ সহনশীল ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সমুদ্রের সকল প্রকার সম্পদ ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা (Marine Spatial Plan) প্রণয়ন। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা (Integrated Coastal Zoning) এবং সামুদ্রিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার স্থাপন ও হালনাগাদকরণকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৮.২. খাঁচায় মাছ, মোলাস্ক, ক্রাস্টাশিয়া, সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি চাষে উপযুক্ত প্রজাতি ও স্থান নির্ধারণ এবং চাষ প্রযুক্তি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৮.৩. মেরিকালচার খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;

৮.৪. মজুত নিরূপণের আলোকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শের ভিত্তিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণ কৌশল (Harvest Control Rule) নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাছের মজুত অবস্থার বৈজ্ঞানিক প্রমাণকের পাশাপাশি বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারসমূহকে গুরুত্ব প্রদান;

৮.৫. টেকসই আহরণ নিশ্চিতকল্পে সমুদ্রে মৎস্য নৌযান ও জেলেদের অবাধ প্রবেশ এবং মৎস্য আহরণের প্রচেষ্টা (fishing effort) নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার অগভীর এলাকায় মৎস্য আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে তুলনামূলকভাবে গভীরতর এলাকায় এবং গভীর সমুদ্রে (ABNJ) টুনা ও সমজাতীয় মৎস্য আহরণসহ বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহযোগিতা গ্রহণ;

৮.৬. মাছের সফল প্রজনন, প্রবেশন (recruitment) এবং মজুত পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮.৭. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান এবং মৎস্য আহরণ কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS))-এর আওতাভুক্তকরণ। অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত (Illegal, Unreported and Unregulated) মৎস্য আহরণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৮. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং এমসিএস বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৯. সামুদ্রিক মৎস্যের দায়িত্বশীল আহরণ ও আচরণবিধি (FAO code of conduct for responsible fisheries and Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries) নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.১০. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন, সংরক্ষিত এলাকা (MPA, Marine Reserve (MR), aquatic OECM) নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, দূষণ হ্রাসকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগ ত্বরান্বিতকরণ;

৮.১১. মেরিন মেগাফনা (mega fauna) যেমন- ডলফিন, তিমি, হাঙ্গর, রে, কচ্ছপ ইত্যাদি সংরক্ষণসহ ম্যানগ্রোভ ও কোরাল রিফ এলাকার জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮.১২. পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন, দূষণ রোধ এবং টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ;

৮.১৩. ক্ষুদ্র পরিসরে (small scale) মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান ও জেলেদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন প্রকার মৎস্য নৌযানের জন্য আহরণ এলাকা নির্ধারণ;

৮.১৪. মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি (post-harvest loss) হ্রাসকল্পে সকল প্রকার অবকাঠামো ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮.১৫. সামুদ্রিক মৎস্য খাতে বিদ্যমান সকল ভ্যালু-চেইন বিশ্লেষণপূর্বক সেগুলো উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯. ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

৯.১ নিবিড় গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে অভয়াশ্রম এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং নদী তীরে অভয়াশ্রম এলাকায় স্থায়ী কাঠামো/বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে অভয়াশ্রমের বিষয়ে সকলকে অবহিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ। যথাযথ গবেষণা এবং জরিপের মাধ্যমে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র, লালনক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং ইলিশের নিরাপদ প্রজনন, জাটকা ইলিশের নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.২ সাগরে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানকালীন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের সময়, জাটকা আহরণ নিষিদ্ধের সময় অবৈধভাবে মাছ ধরার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.৩ জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার গুরুত্ব অবহিতকরণের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.৪ স্থানীয় অংশীজনের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক এবং দলভিত্তিক মা ইলিশ এবং জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৯.৫ ইলিশের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন সংশোধনসহ যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.৬ ইলিশের আবাসস্থল সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৯.৭ নদী ও সাগরে ইলিশের অতি আহরণ রোধে নৌযান প্রতি মোট আহরণের পরিমাণ (TAC) নির্ধারণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.৮ অনধিক ৫ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১ বার সমুদ্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য প্রজাতির স্টক এসেসমেন্ট নির্ধারণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদনুযায়ী ইলিশসহ অন্যান্য মাছের সর্বোচ্চ টেকসই উৎপাদন (MSY) ও মোট আহরণের পরিমাণ (TAC) নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.৯ সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলারসমূহ কর্তৃক সমুদ্রের নির্দিষ্ট গভীরতায়/অঞ্চলে ট্রল নেট এবং SONAR (Sound Navigation And Ranging) ব্যবহার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.১০ সমুদ্রে ইলিশসহ অন্যান্য মাছের সর্বোচ্চ টেকসই আহরণমাত্রা অনুযায়ী বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার, যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এবং আর্টিসানাল নৌযানসমূহের লাইসেন্স/অনুমতিপত্র প্রদান নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.১১ বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকাসমূহে (MPA) ব্যবস্থাপনা এবং OECM পদ্ধতি প্রণয়ন করে টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯.১২ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিদেশি ফিশিং ট্রলার/বোটের অনুপ্রবেশ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০. নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা

১০.১. ক্ষতিকর কেমিক্যাল, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ও অন্যান্য দূষণ ও বিপত্তি (Hazard) বিহীন মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা; মৎস্য পরিবহণ, মজুত, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন বা সরবরাহ চেইনের কোনো ধাপে ক্ষতিকারক কোনো দ্রব্যের ব্যবহার না হয় তা নিশ্চিতকরণ;

১০.২. মৎস্য হ্যাচারি থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত সকল ধাপে উত্তম চর্চা (Good Practices) অনুসরণ নিশ্চিতকরণ। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত গাইডলাইন/নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিতকরণ;

১০.৩. মাছের সুস্বাস্থ্য ও welfare নিশ্চিত করা। রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স জোরদার করা। রোগ নিয়ন্ত্রণে কোয়ারেন্টাইন/জোনিং ব্যবস্থার প্রচলন;

১০.৪. মৎস্য হ্যাচারি বা খামারে মাছের চিকিৎসায় মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১-এ উল্লিখিত ঔষধ/উপকরণ অনুমোদিত মাত্রায় সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অননুমোদিত ঔষধ/উপকরণ ব্যবহার প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০.৫. Anti-Microbial Resistance (AMR) প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০.৬. মৎস্য হ্যাচারিতে বা খামারে মাছের চিকিৎসায় অনুমোদিত ঔষধ/উপকরণ ব্যবহারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত (WOAH, WHO, EU, FVO) তালিকা ও মাত্রা অনুসরণ করা। এ সংক্রান্ত গাইডলাইন/নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

১০.৭. মাছের খাবারে অ্যান্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ব্যবহার (prophylactic use) বা মেডিকেটেড মৎস্য খাদ্য নিষিদ্ধকরণ;

১০.৮. মৎস্য হ্যাচারিতে রোগবিহীন পোনা/পিএল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;

১০.৯. মাছের ব্রুড, পোনা বা পিএল আমদানির ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। মৎস্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা জোরদার করা;

১০.১০. Fish health এবং Food safety সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রচলন।

১১. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি

১১.১. অনগ্রসর পরিবারের গর্ভবতী মায়েদের অপুষ্টিসহ শিশুদের খর্বাকৃতি এবং কৃশকায় রোধে প্রাণিজ আমিষ ও অনুপুষ্টি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.২. মেধাবী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে গর্ভাবস্থা থেকে জন্মের পর ২ বছর পর্যন্ত মোট ১০০০ দিনকে সোনালি দিন (1000 Day's Golden Period) বিবেচনায় শিশুর অপুষ্টি রোধে মাতৃদুগ্ধ দানকারী মায়েদের পর্যাপ্ত মাছ গ্রহণে সর্বসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে অপ্রচলিত এবং উপকূলীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.৪. শিশুদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের নিমিত্ত গুণগতমানসম্পন্ন ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১১.৫. প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়নে সহজপাচ্য আমিষ ও অনুপুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে মৎস্যজাত ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

১২. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি

১২.১. দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান ও নিরাপদতা (safety) নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও সার্টিফিকেশন পদ্ধতি হালনাগাদ ও জনবল কাঠামো উপযোগী করা এবং বিভিন্ন বন্দর ও সুবিধাজনক স্থানে যথাযথ পরীক্ষণ সুবিধাদিসম্পন্ন প্রয়োজনীয়সংখ্যক পরীক্ষাগার স্থাপন;

১২.২. উপযুক্ত এলাকায় বিশেষায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ;

১২.৩. রপ্তানি চাহিদাসম্পন্ন অপ্রচলিত পণ্য (কাঁকড়া, কুচিয়া ও অন্যান্য) উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে বিশেষ সুবিধাসংবলিত এলাকা ঘোষণা;

১২.৪. জীবন্ত/বরফায়িত মৎস্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে বন্দর নিকটবর্তী/সুবিধাজনক স্থানে প্যাকেজিং জোন প্রতিষ্ঠাকরণ;

১২.৫. মূল্য সংযোজিত (value added) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, গবেষণা ও রপ্তানি উৎসাহিতকরণ;

১২.৬. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি আমদানি সহজীকরণ;

১২.৭. মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষায়িত উইং/শাখা গঠন;

১২.৮. আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন, বিদ্যমান মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব উন্নয়ন ও পরীক্ষাগার স্থাপন;

১২.৯. আমদানি পণ্যের সরবরাহ চেইনের মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স, রিকল সিস্টেম প্রবর্তন/আধুনিকায়ন;

১২.১০. মৎস্য আহরণ পরবর্তী মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

১২.১১. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।

১৩. মৎস্য ও মৎস্য উপকরণ আমদানি ও রপ্তানি

১৩.১. মৎস্য খাতে ব্যবহৃত উপকরণ ও সরঞ্জামাদি আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩.২. মাননিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন;

১৩.৩. জীবন্ত মৎস্য ও মৎস্যখাদ্য এবং উপকারী জীবাণু আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সঙ্গানিরোধ ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ জীবতাত্ত্বিক ও প্রাতিবেশিক বিষয় বিবেচনায় রাখা;

১৩.৪. আমদানি-রপ্তানি সহজীকরণ এবং সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩.৫. প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উপকরণ ও সরঞ্জামাদি আমদানি এবং আমদানিকৃত উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সঠিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

১৩.৬. সুস্পষ্ট নীতিমালার আলোকে মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি তৈরি উপকরণ আমদানি নিশ্চিতকরণ।

১৪. ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন (মূল্য ও সরবরাহ শৃঙ্খল) উন্নয়ন

১৪.১. মৎস্য পণ্যের ভ্যালু-চেইনে অংশগ্রহণকারী সকল পর্যায়ের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমন্বিত ও শক্তিশালী করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি;

১৪.২. মৎস্যজাত পণ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের প্রতিটি ধাপে কার্যকর অবকাঠামোগত, কারিগরি ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৪.৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় সহনশীল মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভিযোজনমূলক কৌশল গ্রহণ;

১৪.৪. ভোক্তা চাহিদা ও বাজার প্রবণতার আলোকে পণ্যের গুণগতমান ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার প্রদান;

১৪.৫. প্রান্তিক উৎপাদক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ভ্যালু-চেইনে অন্তর্ভুক্তি এবং বাজারে ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৪.৬. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কার্যকর তথ্য প্রবাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৪.৭. মৎস্যজাত পণ্য পরিবহণ, হিমায়ন ও সংরক্ষণের উপযোগী শৃঙ্খল ও লজিস্টিক ব্যবস্থার প্রসারে সহযোগিতা প্রদান;

১৪.৮. ভ্যালু-চেইন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান;

১৪.৯. ভ্যালু-চেইনে নারী ও যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান।

১৫. মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

১৫.১. প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান পাঠ্য বইতে মৎস্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থাকরণ;

১৫.২. বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট পর্যায়ে মৎস্য শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে যথাযথভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণকে সম্পৃক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে আধুনিকীকরণ;

১৫.৩. সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মৎস্য বিষয়ক কোর্স-কারিকুলাম আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;

১৫.৪. কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসমূহের মৎস্য বিভাগীয় শিক্ষার্থীগণের মৎস্য বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহে কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদে ইন্টার্নশিপ চালুর বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ;

১৫.৫. মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসমূহের শিক্ষার্থীগণকে মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানসহ উচ্চ শিক্ষার (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) সুযোগ প্রদান;

১৫.৬. মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, মৎস্য ব্যবসায়ী এবং এ বিষয়ে আগ্রহী জনসাধারণের মধ্যে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, চাষ, আহরণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

১৫.৭. নির্বাচিত হ্যাচারি, নার্সারি ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারসমূহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি মৎস্যচাষ, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, মৎস্য ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫.৮. আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহকে চাহিদা মোতাবেক আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণ;

১৫.৯. মৎস্য খাতে জড়িত সকল অংশীজনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ এবং বেকার যুবকদের জন্য মৎস্য সংশ্লিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ;

১৫.১০. মৎস্য খাতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নব নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মৎস্য বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মৎস্য খাতে দক্ষ ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রায়োগিক বিষয় ও ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

১৫.১১. প্রশিক্ষণ প্রদানে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে একটি দক্ষ ও প্রতিভাবান প্রশিক্ষক পুল গঠন;

১৫.১২. দক্ষতা অর্জনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে দেশে/বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫.১৩. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র (Nexus) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

১৫.১৪. মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আধুনিক ও উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে হালনাগাদ রাখতে দেশে-বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৫.১৫. পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, সেবার মান উন্নয়ন এবং মৎস্য রোগের চিকিৎসাপত্র প্রদানের পূর্ব শর্ত হিসেবে ফিশারিজ কাউন্সিল গঠন;

১৫.১৬. মৎস্য সেক্টরের সেবা প্রত্যাশীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ধাপে-ধাপে মৎস্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ;

১৫.১৭. বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ প্রান্তিক চাষিদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আধুনিকায়ন;

১৫.১৮. নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ মৎস্যবিষয়ক অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ও গবেষণা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

১৬. মৎস্যসম্পদ জরিপ

১৬.১. তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে জরিপ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান;

১৬.২. জরিপ কার্যক্রমের ভিত্তিতে মজুত নিরূপন, প্রজাতির তথ্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৬.৩. অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয় এবং আহরিত মৎস্যসম্পদ জরিপের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৬.৪. মৎস্য খাতের অবকাঠামো, মৎস্য নৌযান, আহরণ সরঞ্জামাদি এবং মৎস্যচাষি, জেলে/মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জরিপের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৬.৫. মৎস্য প্রজননক্ষেত্র, লালনক্ষেত্র, বিচরণক্ষেত্র ও চারণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ;

১৬.৬. অভয়াশ্রম এবং সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত জরিপ পরিচালনা;

১৬.৭. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনায় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিকরণ;

১৬.৮. মৎস্য জরিপ কাঠামো (survey framework) সময়ের ও চাহিদার আলোকে নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

১৬.৯. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বাজারদর সম্পর্কে সময়ে সময়ে জরিপ পরিচালনা।

১৭. মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও সম্প্রসারণ

১৭.১. মৎস্য গবেষণা

১৭.১.১. মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, যোগসূত্র স্থাপন ও সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ;

১৭.১.২. মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃষ্ট ভৌত সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য বেসরকারি ও সরকারি সংস্থাসমূহে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথভাবে মৎস্য গবেষণা, জরিপ, এবং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

১৭.১.৩. মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব 'উন্মুক্ত ক্ষেত্র গবেষণা নীতি' অনুসরণ করা হবে। গবেষণার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে এবং অন্যান্য বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদনমুখী গবেষণার ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;

১৭.১.৪. প্রতিষ্ঠিত মৎস্য রপ্তানিকারক, বাণিজ্যিক মাছ ধরার ট্রলার মালিক, মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি এবং খামার মালিকদের মৎস্য গবেষণা খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;

১৭.১.৫. মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও হ্যাচারিসমূহকে ফলিত গবেষণার centres of excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণ;

১৭.১.৬. মৎস্য উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

১৭.১.৭. মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্য, প্রজনন প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক খাদ্য চক্রের ওপর গবেষণা জোরদারকরণ;

১৭.১.৮. মাইক্রোপ্লাস্টিক, ভারী ধাতুসমূহ (heavy metals) ও অন্যান্য দূষণকারী পদার্থের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মৎস্য উৎপাদন ও প্রাকৃতিক জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ;

১৭.১.৯. জলবায়ু সহিষ্ণু মাছের প্রজাতি এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন;

১৭.১.১০. মৎস্য খাতে ব্যবহারযোগ্য পরিবেশবান্ধব, বায়োডিগ্রেডেবল ফিড এবং প্যাকেজিং উপকরণ উদ্ভাবনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া;

১৭.১.১১. বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ এবং জলজ প্রাণী সংরক্ষণের জন্য কার্যকর গবেষণা ও কৌশল প্রণয়ন;

১৭.১.১২. মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সুরক্ষা এবং বাঁচিয়ে রাখা প্রযুক্তির গবেষণা কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

১৭.১.১৩. হাই-টেক মাছ চাষের পদ্ধতি, যেমন রিসারকুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (RAS) এবং ফ্লোটিং ফিডারের উন্নয়ন সাধন;

১৭.১.১৪. মৎস্যচাষ ও উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় ড্রোন এবং সেন্সর প্রযুক্তির ব্যবহার সহজীকরণ;

১৭.১.১৫. মৎস্য খাতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য হাওর, বিল, নদী ও সমুদ্রের বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য রক্ষায় মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর সম্পর্ক গবেষণায় গরুত্ব প্রদান;

১৭.১.১৬. মাছের স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য নতুন ভ্যাকসিন এবং প্রাকৃতিক উপাদান বা জৈবিক চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন;

১৭.১.১৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে National Agricultural Research System (NARS)-ভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

১৭.১.১৮. মৎস্য গবেষণা কাউন্সিল গঠনসহ দ্বৈততা পরিহার ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের কার্যকর প্রয়োগের জন্য 'গবেষণা ডাটা বেইজ' প্রস্তুতকরণ।

১৭.২. মৎস্য সম্প্রসারণ

১৭.২.১. মৎস্যচাষে নতুন প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত টেকসই মাছ চাষ পদ্ধতি স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত সেমিনার, কর্মশালা, চাষি মাঠ দিবস, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর এবং মাছ চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন;

১৭.২.২. ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মৎস্য চাষিদেরকে আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্য সরবরাহ;

১৭.২.৩. মৎস্যজীবী, চাষি, উদ্যোক্তা এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন;

১৭.২.৪. মৎস্যচাষের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তাদের সহায়তায় সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

১৭.২.৫. স্থানীয় যুব জনগোষ্ঠীকে মৎস্য খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

১৭.২.৬. নারীদেরকে মৎস্য খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

১৭.২.৭. শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে মৎস্য খাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

১৭.২.৮. মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে নিয়োজিত সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

১৭.২.৯. মৎস্য সম্প্রসারণে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান;

১৭.২.১০. মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকান্ড জোরদারকরণের নিমিত্ত গণমাধ্যমে মাছ চাষ বিষয়ক আকর্ষণীয় কর্মসূচি প্রচার;

১৭.২.১১. মৎস্যজীবী ও চাষিদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও অর্থনৈতিক লেনদেন সহজীকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

১৮. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য

১৮.১. জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে জলবায়ু সহনশীল জাত উন্নয়ন, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো এবং চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

১৮.২. জলবায়ু ঝুঁকি বিপন্নতা নিরূপণের (climate risk vulnerability assessment) জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১৮.৩. জলবায়ু সহনশীল (climate resilient) বাস্তুসংস্থান এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.৪. জলবায়ু পরিবর্তনে মৎস্য খাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে (climate refuges) বিকল্প কর্মসংস্থানে সম্পৃক্তকরণ;

১৮.৫. মৎস্য খাতে দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আগাম সতর্কবার্তা প্রদান ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.৬. মৎস্য খাতে দুর্যোগকালীন ঝুঁকি প্রশমন ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনে স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ তহবিল গঠন;

১৮.৭. মৎস্যজীবীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় বিমা প্রচলন;

১৮.৮. জলজ বাস্তুসংস্থান সুরক্ষায় জলাশয় ও জলাভূমির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৮.৯. জলাশয় দূষণ রোধে উদ্যোগ গ্রহণসহ কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ নদ-নদী, খাল-বিল, সমুদ্রে সরাসরি যেন যেতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.১০. জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব স্বল্প-কার্বন নিঃসরণকারী (low carbon emitting) টেকসই প্রযুক্তির প্রসার;

১৮.১১. জলজ পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদারকরণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৮.১২. বিপন্ন মাছের প্রজাতি, জলজ জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

১৮.১৩. উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির নিমিত্ত মৎস্য বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির (fish seed certification system) প্রবর্তন;

১৮.১৪. প্রাকৃতিক প্রজনন মৌসুমে মাছ ও জলজ প্রাণীর অবৈধ আহরণসহ রেণু, পোনা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছের আহরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৮.১৫. প্রজাতির কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (genetic purity) সংরক্ষণে জেনেটিক্যাল মডিফিকেশন এবং সংকরায়ন (hybridisation) নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৯. মৎস্য খাতে নারীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি

১৯.১. মৎস্য খাতে নারীর ক্ষমতায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সময়াবদ্ধ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৩. নারী মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিকল্প জীবিকায়নে অগ্রাধিকার প্রদান।

১৯.৪. মৎস্য খাতে সম্পৃক্ত নারীদের টেকসই অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রণোদনা/ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সার্বিক সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৫. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মূল্য সংযোজন (Value addition), প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing) ও সংরক্ষণে (Preservation) নারীদের সম্পৃক্তকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৬. মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমে নারীদের উৎসাহ ও অগ্রাধিকার প্রদান;

১৯.৭. মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং জেন্ডার বাজেটে নারীর উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দের সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ;

১৯.৮. মৎস্য খাতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি এবং সফল নারীদের 'সাফল্যগাথা' প্রচার ও প্রকাশনাসহ পুরস্কার প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

২০. প্রান্তিক মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

২০.১. বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বন্ধের সময়সহ ইলিশ অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্ত নদ-নদীতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের সময় ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্য আহরণকারী শতভাগ জেলেদের মাঝে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

২০.২. ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানকালীন দেশের নির্বাচিত নদীসমূহে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধের সময় ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্য আহরণকারী শতভাগ জেলেদের মাঝে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

২০.৩. জেলেদের মাঝে বিতরণের জন্য নির্ধারিত ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ জেলেদের চাহিদার ভিত্তিতে যৌক্তিকতার নিরিখে বৃদ্ধিকরণ;

২০.৪. মৎস্যজীবীদের ডাটাবেজ প্রণয়নপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক জেলে আইডি কার্ড প্রদান নিশ্চিতকরণ;

২০.৫. প্রান্তিক মৎস্যচাষি এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

২০.৬. স্বল্প মূল্যে গুণগতমানসম্পন্ন মাছের পোনা এবং ফিস ফিড ন্যায্য মূল্যে/সুলভ মূল্যে প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের জন্য ব্যবস্থাকরণ;

২০.৭. সরকারি জলমহালের বিদ্যমান লিজ প্রথা বিলুপ্ত করে জৈব ব্যবস্থাপনা (Biological Management) এবং সহ-ব্যবস্থাপনার (Co-Management) মাধ্যমে জলমহালসমূহে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের নিবিড় সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;

২০.৮. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে (নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি) মৎস্য উপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;

২০.৯. মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন জেলে পরিবারের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

২০.১০. দেশের খাল-বিল, নদ-নদী থেকে প্রান্তিক জেলেরা মাছ আহরণের পর যেন সরাসরি মাছ বাজারে আহরিত মাছ বিক্রি করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২০.১১. মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ শাখার সঙ্গে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা শাখার সমন্বয়ের মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের নিকট পৌঁছানোর কৌশল গ্রহণ।

২১. মৎস্য খাতে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

২১.১. মৎস্য খাতে যুবসমাজের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

২১.২. যুবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

২১.৩. প্রযুক্তি সহায়ক (assistive technology) ও উপযোগী উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

২১.৪. যুব উদ্যোক্তা তৈরি ও স্টার্ট-আপ মৎস্য প্রকল্পে যুবকদের অগ্রাধিকার প্রদান।

২২. মৎস্য খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

২২.১. মৎস্য খাতের উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান;

২২.২. মৎস্য খাতে যান্ত্রিকীকরণ ও অটোমেশনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান;

২২.৩. তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং পদ্ধতি প্রবর্তন;

২২.৪. বাজার প্রতিযোগিতায় প্রযুক্তিনির্ভর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ;

২২.৫. মৎস্য খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ই-গভর্নেন্স জোরদারকরণ।

২৩. মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল

২৩.১. জাল উৎপাদন/তৈরির কারখানা এবং মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি তৈরির কারখানা স্থাপনের সময় মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতিপত্র/লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ;

২৩.২. জাল উৎপাদন/তৈরির কারখানা এবং মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি তৈরির কারখানাসমূহে সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিসারদের প্রবেশাধিকার/নিয়মিত পরিদর্শনের নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৩.৩. অনুমোদিত মেস সাইজের জাল এবং বৈধ সরঞ্জাম ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত/উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে উদ্যোগ গ্রহণ;

২৩.৪. অবৈধ জাল এবং অবৈধ মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম ব্যবহার বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ;

২৩.৫. সিনথেটিক মনোফিলামেন্ট জালের (কারেন্ট জাল নামে বহুল প্রচলিত) উৎপাদন পর্যায়ে বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ;

উপসংহার : জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ দেশের টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এ নীতিমালার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য, পুষ্টি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পথ সুগম হবে। পরিবর্তিত পরিবেশ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সমসাময়িক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এ নীতিমালার নিয়মিত পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই নীতিমালা প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর সময়োপযোগীকরণের লক্ষ্যে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট-১

১. আইনি ভিত্তি

জাতীয় মৎস্য নীতিমালা ২০২৬ বাংলাদেশের সংবিধান, মৎস্য খাতের বিদ্যমান আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কাঠামোর আলোকে প্রণীত নীতিমালা।

১.১ সংবিধানিক ভিত্তি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুযায়ী পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ।

১.২ মৎস্য খাতে বিদ্যমান আইন

- সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০;
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০;
- মৎস্য সংজ্ঞানিরোধ আইন, ২০১৮;
- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
- মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;
- মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০; Protection and Conservation of Fish (amendment) Ordinance, ২০২৫ এবং Protection and Conservation of Fish (amendment) Ordinance, ২০২৬;
- পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯;
- The Private Fisheries Protection Act, 1889;
- Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021.

১.৩ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কাঠামো

- FAO-এর Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995);
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982);
- Convention on Biological Diversity (CBD, 1992);
- Sustainable Development Goals (SDGs);
- Ramsar Convention;
- Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KGBF);

- Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, 1958;
- International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974;
- Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959;
- Agreement on Port State Measures (PSMA);
- Voluntary Guidelines for Flag State Performance;
- Voluntary Guidelines for Catch Documentation Schemes;
- Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UN Fish Stocks Agreement) 2001;
- Agreement on Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement);
- The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) etc.

২. শব্দ সংক্ষেপ

ABNJ-Areas Beyond National Jurisdiction
AMR-Anti-Microbial Resistance
EAFM-Ecosystem Approach to Fisheries Management
EU-European Union
FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations
FVO-Fishery Value Optimization
IUU-Illegal, Unreported and Unregulated
MPA-Marine Protected Area
MR-Marine Reserve
MSCL-Maximum Sustainable Catch Limit
MSY-Maximum Sustainable Yield
NARS-National Agricultural Research System
OECM-Other Effective Area-Based Conservation Measures
RAS-Recirculating Aquaculture System
SBCC-Social and Behavioral Change Communication
SDG-Sustainable Development Goals
SONAR-Sound Navigation and Ranging
TAC-Total Allowable Catch
TAE-Total Allowable Effort
WHO-World Health Organization
WOAH-World Organisation for Animal Health